**প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা**
**প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর**
**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

# প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **পিরোজপুর**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৬ টি (জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত)**

| ক্রম | প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো- অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | **মমিন মসজিদ** | | মঠবাড়িয়া<br><br>ইউনিয়ন: ধানীসাফা<br>গ্রাম: উদয়তারা বুড়ির চর | ২২°২২'৫৯.১" উ.<br><br>৮৯°৫৬'৩৪.৩" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>০১ মে, ২০০৩<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৮) | মমিন উদ্দিন আকন ১৯১২ - ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদ নির্মাণ করেন। সম্পূর্ণ কাঠের কারুকাজে নির্মিত এ মসজিদটিতে সিমেন্টের পাকা মেঝে এবং টিনের চৌ-চালা রয়েছে। আয়তাকার মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৩.৫৫ মিটার ও প্রস্থ ১.৪৭ মিটার। মসজিদটির শিল্পকর্মে ইন্দো-ফারসিক, ইউরোপীয় স্থাপত্যিক শিল্প এবং স্থপতির নিজের মৌলিক উৎকর্ষের সংমিশ্রণ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। |
| ২. | **জোমাদ্দার বাড়ি শাহী জামে মসজিদ** | | কাউখালী<br><br>গ্রাম: কেউন্দিয়া | ২২°৩৭'৫৮.৭" উ.<br><br>৯০°০৫'১৪.৪" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>৩১ আগস্ট, ২০১৭<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬২৮) | মসজিদটি একগম্বুজবিশিষ্ট ও বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এ মসজিদটির দেয়াল ৪৮ সে.মি. পুরু। দেয়াল ব্যতিত মসজিদের দৈর্ঘ্য ২.৬৫ মিটার। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে ১টি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবের প্রবেশমুখে গোথিক খিলান নকশার প্রতিফলন দেখা যায়। জনশ্রুতি অনুযায়ী, মুঘল আমলে কালু খাঁ নামক জনৈক জমিদার তাঁর নিজ বসত বাড়িতে এ প্রাচীন মসজিদটি নির্মাণ করেন। |
| ৩. | **মিয়া বাড়ি সংলগ্ন ঐতিহাসিক মসজিদ** | | ভান্ডারিয়া<br><br>গ্রাম: ভান্ডারিয়া | ২২°২৯'১৮.৪" উ.<br><br>৯০°০৪'৫৫.৬" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২৮ নভেম্বর ২০১৯<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৪০) | মোগল আমলে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতকে) ভেলাই চোপদার নামক একজন সাধক ভাণ্ডারিয়া মিয়া বাড়ি সংলগ্ন ঐতিহাসিক মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনা চুন সুরকির মর্টার ও ইট দ্বারা নির্মিত। একগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির চারকোণে ৪টি টারেট রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে রয়েছে মসজিদটির ১টি মাত্র প্রবেশপথ। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৪.৭০ মিটার এবং প্রস্থ ৪.৭০ মিটার। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো- অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪. | **কাজী বাড়ী সংলগ্ন ঐতিহাসিক মসজিদ** | | ভাণ্ডারিয়া | ২২°২৯'১৮.৪" উ.<br>.৯০°০৪'৫৫.৬" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br>১২ মার্চ, ২০২০<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫৫) | ঐতিহাসিক মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় চুন-সুরকির মর্টার ও ইট দ্বারা নির্মিত। মসজিদটির দেয়ালে বিভিন্ন জ্যামিতিক প্যানেল তৈরি করে তার ভেতর জ্যামিতিক লতাপাতার নকশা রয়েছে। ঐতিহাসিক মসজিদটি স্থাপত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিশ্লেষণে মসজিদটি মোগল আমলের শেষ দিকে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। |
| ৫. | **শেখ ভেলাই মসজিদ** | | ভাণ্ডারিয়া | - | বাংলাদেশ গেজেট<br>১২ মার্চ, ২০২০<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫৫) | মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় চুন-সুরকির মর্টার ও ইট দ্বারা নির্মিত একই স্থাপত্য রীতিতে একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদটি স্থাপত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে মসজিদটি মোগল আমলের শেষ দিকে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। মসজিদটি আনুমানিক সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। |
| ৬. | **রাজপাশা সরদার বাড়ি প্রাচীন মসজিদ** | | রাজপাশা ভান্ডারিয়া | ২২°৪৬'২.৯৫৮" উ.<br>৯০°০'২৪৮৫৯" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br>১৯ জুন ২০২৫<br>(১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৯৩) | মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে মসজিদের গায়ে কোন নামফলক বা উৎকীর্ণলিপি পাওয়া যায়নি। মসজিদের স্থাপত্য রীতি ও নির্মাণশৈলী থেকে ধারণা করা যায় মসজিদটি মোঘল শাসনামলের শেষ দিকের কোন এক সময়ে নির্মাণ করা হয়েছে। নবাব মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারের ফলে সুবা বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী প্রদেশে পরিণত হয়। এর প্রভাব সুবা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলেও পড়ে। কৃষির উন্নতি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, নতুন নতুন জমিদার শ্রেণির উদ্ভবের ফলে হাওলাদার, তালুকদার, সরদার, মিয়া নামক মুসলিম মধ্যস্বত্বভোগী সমাজ গড়ে ওঠে। ভূমি রাজস্ব আদায়ের সাথে জড়িত এসকল মুসলিম পরিবার তাঁদের ধর্মীয় কাজ সম্পাদনের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় ইট দ্বারা নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। বর্গাকার মসজিদের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৬ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৬ |

| ক্রম | প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো- অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | | | | | মিটার। মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ৫০ সেমি.। মসজিদের ছাদ আধা গোলাকৃতি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। ছাদ থেকে গম্বুজের উচ্চতা ৩.১৩ মিটার। মসজিদের ভিতরের পশ্চিম দেয়ালে একটি মেহরাব রয়েছে। |